জাবরায় ফিরে আসা

পশ্চিম বাংলার গ্রামঞ্চলে মাছ চাষের জন্য স্বসাহায্যকারী দলের উত্থানের গল্প, স্থানীয় সম্পদ পদ্ধতির নতুন ব্যবহারের আবিস্কার এবং সহজ গ্রামীন লঘু ঋণের প্রভাবশীলতা।

সত্যেন্দ্র ত্রিপাঠি, গ্রাহাম হেলর, উইলিয়াম স্যাভেজ(জগদীশ গঙ্গয়ার, ভিরেন্দ্র সিং, গৌতম দত্ত, প্রভাত কুমার পাঠকের সহায়তায়।

পূর্বভারতের জলছায়া মালভূমিতে পশ্চিম বাংলার গ্রামীন অঞ্চলে পুরুলিয়ার শহরের ২০কিঃ পূর্বে জাবরা গ্রাম এবং পুরুলিয়ার জেলার হুরা বল্কের গ্রামগুলি স্থিত। জাবরায় ২২০টি পরিবারের প্রায় ১২০০ জন লোক বসবাস করে এবং ৪০০ হেক্টর ক্ষেতিজমি আছে। একটি ৩ কি.মি. দৈঘ্যের কাঁচাপথ, একদা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাথরের উপর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথ, নিকটতম পাকা বড় পথের সাথে সংযুক্ত করে। জুন থেকে অক্টোবরের সময় এই কাঁচা পথটি কাদায় পরিপূর্ণ থাকে এবং ভারী বৃষ্টির পরে, এটি নদীতে পরিণত হয়ে মানুষের এবং যানবাহনের যাতায়াদের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলার জাবরা গ্রামে যাবার পথ।

১৯৯০ এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে পরিদর্শন

১৯৯৬তে সত্যেন্দ্র ত্রিপাঠী এবং গ্রাহম হেলর, ইর্ষ্টন ইন্ডিয়া রেনফেড ফার্মিং প্রজেক্টের (ই.আই.আর.এফ.পি) মৎস্যচাষের বিকাশের বিশেষজ্ঞ হিসাবে অ্যাকুয়াকালচার ফিল্ড স্পোলিষ্ট গৌতম দত্তের সাথে জাবরায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেখানকার ১২টি ছোট পুকুর দেখার জন্য। সেই সময়ে, এখন থেকে আট বছর আগে, প্রায় ৬০শতাংশ পরিবার বর্গ পুরো বছরের জন্য খাদ্য সুরক্ষার প্রতি অসক্ষম ছিল, এবং বেশীরভাগ পুরুষ এবং কিছু পরিবার কিছু সামান্য পয়সার বিনিময়ে দিন মজদুরের কাজ করার জন্য গ্রামের বাইরে যেত। প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবারের লোকেরা স্থানীয় সুদখোরদের কাছে ঋণের কার্জে জর্জরিত ছিল যা তারা বিপদের দিনে খাদ্য অথবা ঔষধপত্রের জন্য ধার নিয়েছিল। বাচ্চাদের রোজ ৪ কি. মি. পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হতো; সবচেয়ে কাছের যে ব্যাঙ্ক — যদিও হয়ত কেউ সেখানে যাবার কথা কোনদিন চিন্তা করেনি— সেটাও ৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত ছিল।

গোষ্ঠী সংগঠক প্রভাত কুমার পাঠক বললেন যে, ধান চাষে ধান পাকার সময় এখানে ক্ষরার সন্মুখীন হতে হয় এবং বালুকাময় লবনাক্ত মাটিতে খুবই কমই উৎপাদন হয়। লোকেদের কথায় আবহাওয়ার অনিশ্চিয়তা, এবং প্রচুর বন্যা এবং ক্ষরার সন্মুখীন তাদের হতে হয়। এই সব স্বত্বেও জাবরার তিন চতুর্থাংশ পরিবার ধান চাষ করতো, অন্যেরা (তাদের মধ্যে অনেকেই আবার ধানচাষী) খরিক এবং রবি ফসলের দিনে ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করতো, ইটভাটায় কাজ করতো এবং বিয়েবাড়ীর ব্যাণ্ডপার্টিতে কাজ করতো। পুরুষদের মধ্যে দুই -তৃতীয়াংশ এবং মহিলাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের কম লোক লেখাপড়া জানত। যদিও, পড়াশুনা এবং বিয়েনিয়ে প্রথাগত চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন হচ্ছে— “পড়াশুনা জানা মেয়ে বিয়ের জন্য লোকে পছন্দ করে”— এবং মেয়েদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ পর্য্যন্ত মেয়েরা পড়াশুনা জানে।

জলছায়া অঞ্চলে লোকেদের চাষবাস করার জন্য সাহায্য — সামাজিক সম্পদ গঠনের দ্বারা

কিছু সরকারী সাহায্য এই গ্রামে পৌঁছেছে এবং হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন এর একটি প্রকল্প সাহায্য করেছে। তারপরে ১৯৯৫ তে কৃষক ভারতী কোঅপারেটিভ (ক্রিবকো) নামক ভারতীয় ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ, ইউকে গভর্মেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টার ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টের (ডি.এফ.আই.ডি) সহকর্মীরূপে গ্রামের লোকেদের দলবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের কাজের পরিকল্পনা করতে উৎসাহিত করতে শুরু করলো। সহযোগী রূপে পরিচালিত 'ই আই আর এফ পি' পশ্চিমবাংলায় সহযোজনের দায়িত্বে ছিলেন ভিরেন্দ্র সিং। প্রভাত কুমার পাঠক বললেন, সেই সকল লোকেদের সাহায্য করা হচ্ছে যারা জলছায়া অঞ্চলে চাষবাষ করে— সামাজিক সম্পদ গঠনের দ্বারা। ভিরেন্দ্র সিং এর কথায়, "গোষ্ঠী সংগঠকদের উৎসাহিত এবং সচেতন প্রচার দ্বারা গোষ্ঠীর মধ্যে এবং গোষ্ঠী দ্বারাই সামাজিক সম্পদের গঠন হয়।"

জাবরা গ্রাম

প্রচুর সামাজিক সম্পদের প্রমান ইতিমধ্যেই দেখা যায়, গ্রামের অর্ধেক লোক অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতি। কালিন্দি এবং শাহি অনুসূচিত জাতির পরিবারও আছে এবং পিছিয়ে থাকা শ্রেনীর পরিবার যেমন মাহাতো, গড়াই এবং মন্ডল পরিবারেরও বাস এই গ্রামে। কিছু নতুন তৈরী সামাজিক সম্পদও উদ্ভূত হচ্ছে, যেমন সব্জীর চারা তৈরী করার জন্য দল এবং নার্সারী তৈরীর দল এবং একটি মাছ চাষের প্রকল্প চালানো হচ্ছে গ্রামের সমিতি দ্বারা।

২০০৩ তে ফিরে এসে

২০০৩ এর সেপ্টেম্বরে গ্রামীন বিকাশ ট্রাষ্ট, যা 'ই আই আর এফ পি' থেকে উদ্ভূত একটি বেসরকারী সংস্থা, এবং লধুরকা মল্লভূমে গ্রামীন ব্যাঙ্কের শাখা প্রবন্ধক অজিত ব্যানার্জীর সাথে আমরা আবার জাবরা গ্রাম পরিদর্শনের গিয়েছিলাম। এইবার আমাদের দলে পশ্চিমবাংলার কাইপাড়া গ্রামের জানকার কুদ্দুস আনসারী, প্রতিবেশী ঝাড়খন্ড রাজ্যের মাছচাষের দলের নেতা ভীম নায়েক, রাসবিহারী বারিক ছিল এবং উইলিয়াম স্যাভেজ ছিলেন যিনি পূর্বভারতের মাছ চাষের কৃষকদের দলকে নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে সূচনা দেন। আমরা জাবরায় একটি ছোট সভাগৃহে জড়ো হয়েছিলাম যা জি ভি টি-র সহায়তায় তৈরী হয়েছিল। তিনটি অস্থায়ী দল থেকে চল্লিশটিরও বেশী সুসংগঠিত স্ব-সাহায্যকারী দল তৈরী হয়েছিল। এর উপরোক্ত, সাহায্য শুধু জাবরা ক্লাস্টারের গ্রামগুলি (জাবরা, বুধুডিহি, কুলাবাহাল এবং পঞ্চুডিহি)-তেই সীমাবদ্ধ নয়, ২০০০ সাল থেকে ইহা আশেপাশের ২৪টি গ্রামেও প্রসারিত হয়েছে।

"ডোবা ব্যবস্থা"

সাতটি স্বসাহায্যকারী দল মাছচাষ করছে। একটি দল নবোদয় ১৯৯৮ থেকে বর্ষার পুকুরে চারাপোনা তৈরী করে বড় পুকুরে মজুত করে। আমরা জানকার নিত্যগোপালকে দলের গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বললেন যে, 'ই আই আর এফ পি' দ্বারা এই ব্যবস্থার ধারনার সূচনা করা হয়েছিল, যা ডোবা ব্যবস্থা নামে পরিচিত।' জি ভি টি পশ্চিম বাংলার সহযোজনকারী শ্রী শ্যামলাল যাদব বললেন যে 'ডি এফ আই ডি'র 'এন আর এস পি'র "পূর্ব ভারতের মালভূমি

অঞ্চলে কৃষিকার্য্যের সাথে সম্মিলিত ভাবে মাছচাষ” (১৯৯৬ থেকে ২০০০) নামক প্রকল্পের কাজের সাথে সহকার্য্যকারী হয়ে লোকেদের কাছে মাছচাষের সুযোগ এবং বর্ষার জলভরা পুকুরে ও ডোবায় মাছচাষের সুযোগ সম্বন্ধে গবেষার কাজ করা হয়েছিল। রাকেশ রহমান নামক এক আদিবাসী নাট্যকারের লিখিত “ ছোট মাছেদের পুকুর” পথনাটিকা, যা প্রকল্পের টাকায় বানানো, দেখানো হয়েছে গ্রামের লোকেদের জীবনযাপন এবং গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র দিন মজুরের কাজের বদলে ডোবায় মাছের চারার চাষের কাজ সম্বন্ধে। ডোবা একটি ছোট পুকুর, একটি বড় গর্ত যেখানে জল জমা হয়, বেশীর ভাগ চাষীদের বাড়ীর কাছে অথবা ক্ষেতের কাছে ডোবা থাকে। নিত্য গোপাল বললেন যে, বাঁকুড়া থেকে রুই, কাতলা, মৃগালের মাছের ডিমপোনা কেনা হয়েছিল। এই মাছ যা পুকুরের ভিন্ন ভিন্ন জলের স্তরে থাকে; যার ফলে তাদের দ্বারা পুকুরের প্রত্যেকটি অঞ্চল ভালভাবে ব্যবহৃত হয়, তারা সার্বজনীন গ্রহনযোগ্য মাছ। প্রথম সমস্যা হলো এটা খুঁজে বের করা অন্য কোন গ্রাম গুলিতে মাছের ডিমপোনা দরকার কারণ শহর থেকে একবারে যা কিনে নিয়ে আসা হয় তা তিন চারটি গ্রামের জন্য যথেষ্ট।

শুধু একমত্র ধনীলোকেরাই সারাবছরেরর জল থাকা পুকুরের মালিক হতে পারে

অনেক স্থানীয় পরিবারের মতন, দলের লোকেদের নিজস্ব কোন পুকুর ছিল না অথবা প্রথাগত মাছচাষের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পুকুরগুলিতে বিশেষ কোন সুবিধা পেত না। নিত্য গোপাল নামক জানকারের বক্তব্য অনুযায়ী, “জলছায়া অঞ্চলে জলের প্রচুর চাহিদা আছে। শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তির কাছের সারাবছরের জলথাকা পুকুর থাকতে পারে”। তাদের কাছে প্রচুর ডোবা আছে এবং তার তাদের ব্যবসার কাজে পাঁচটি মরসুমী পুকুরকে ব্যবহার করে, যাতে ডিমপোনা ছেড়ে ডোবায় সেগুলি চারাপোনা তৈরী করা হয়, এবং তারপরে বিভিন্ন মরসুমী পুকুরে বড় চারাপোনা তৈরী করা হয়। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, ২-৫ টা ডোবা ব্যবহার করা হয়। মাছ ছাড়ার আগে, ডোবা প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে শুধু গোবর দিয়ে ডোবা প্রস্তুত করার কাজ করা হতো, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এখন দলের লোকেরা চূণ, জৈবিক সার, ইউরিয়া এবং সুপারফসপেট দেয় এবং তার সাথে সাথে প্রতি ২-৩ দিনে ধানের গুড়ো দেয়।

রুবু মুখার্জী (স্ট্রীম ভারতবর্ষ যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রবন্ধক) নিত্যগোপালের সাথে আলোচনা করছেন জাবরার বর্ষার জল ভরা পুকুর সম্বন্ধে যা মাছেদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এবং চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়।

নিত্যগোপাল বললেন, মাছেদের ছোটডোবায় দেখাশোনা করা সহজ কিন্তু মাছ বড় হবার সাথে সাথে ডোবায় তাদের ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন তাদের বর্ষার জলভরা পুকুর, যা একইপ্রকার ভাবে তৈরী, স্থানান্তরণ করা প্রয়োজন।

যদি সেপ্টেম্বর - অক্টোবরে বৃষ্টি হয়, তবে জানুয়ারী পর্যন্ত জল পাওয়া যায়।

পাঁচবছর ধরে মৎসচাষ করে দলটি অভিজ্ঞ এবং নিত্যগোপাল তাদের কিছু কাজ কর্ম সম্বন্ধে বললেন।

আমরা - ডিসেম্বর থেকে ডোবা প্রস্তুত করি, যখন বৃষ্টি আসে তখন মাছের ডিমপোনা কিনি এবং লিটমাস কাগজ দ্বারা জলের মান পরীক্ষা করা হয়, যদি কাগজের বড় গোলাপী অথবা লাল হয়ে যায় তাহলে জলে চূণ যোগ করি। প্রত্যেক ৩ থেকে ৭ দিনের অন্তরে প্ল্যাঙ্কটন নেটের সাথে যুক্ত নলটীর দ্বারা খাদ্যে অতিরিক্ত ধানের গুড়োর ব্যবহারের মাত্রা এবং সারের মাত্রা পরীক্ষা করা হয় (যদি মাছের ঘনত্ব বেশী থাকে তাহলের আমরা এটা কম দিনের ব্যবধানে করি)। যদি প্ল্যাঙ্কটন এর ঘনত্ব বেশী থাকে তাহলে আমরা ধানের গুড়ো দেওয়া কম করি। আর যদি কম থাকে আমরা খাবার বেশী দিই এবং আরো বেশী সার দিই।

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত কিছু সময়ে, যদি বর্ষাকালীন পুকুরে মাছের সংখ্যার ঘনত্ব বেশী হয়ে যায় তাহলে এই পুকুর থেকে কিছু মাছ নিয়ে অন্য পুকুরে ছাড়া হয়। তারপরে আমরা মাছগুলিকে সেপ্টে ম্বর-অক্টোবর অবধি বড় হতে দিই, যখন এক কিলোতে প্রায় ১০টা মাছ আসে। সিলভার কাপ অথবা কমন কার্পের ওজন ২৫০ - ৩০০ গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছায়, রুই, কাতলা এবং মৃগালের ক্ষেত্রে এটা হয় ৫০ - ১০০ গ্রাম। যদি বর্ষা সেপ্টে ম্বর - অক্টোবরে আসে, তাহলে জল থাকে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। তখন রুই, কাতলা, মৃগাল ২৫০ - ৩০০ গ্রাম অব্ধি বাড়ে, এবং কিছু সিলভার কার্প এবং কমন কার্প ৫০০ গ্রামের বেশী বেড়ে যায়।

পিছনে বর্ষার জলভরা পুকুর, যেখানে প্রচুর মাছ মজুত আছে। দলের এক সদস্য জলের সাথে গোবর মেশাচ্ছে সেই পুকুরে দেবার জন্য।

যদি মাংস খাবার প্রয়োজন হয়, তবে একটি ছাগলই যথেষ্ট কিন্তু একটি মাছ কেবল এক কি দুজনের জন্যে প্রযোজ্য

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের প্রধান বাজার কি?" আমরা মাছ খাই "নিত্যগোপাল বললো," এটা মাত্র ৩০টাকা প্রতি কেজি। যেখানে মুর্গীর মাংসের দাম ১০০ টাকা প্রতি কেজি। যদি খাঁসীর মাংস থেকে হয় তাহলে অনেকজনের জন্য একটি খাঁসীই পর্য্যাপ্ত কিন্তু একটি মাছ একজন অথবা দুইজনের জন্যই পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা অনেক রকম দ্রব্য বিক্রি করি, মাছে চারাপোনার দাম কম বেশী হয়, মরসুমের শুরুতে বড় চারাপোনার দাম বেশী থাকে। যখন আমরা অনেকবেশী মাছ একটি পুকুরে রাখি তখন তারা ভালোভাবে বাড়তে পারে না। যখন তাদের বড় পুকুর ছাড়া হয় তখন তারা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে (মৎস বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে বলে চক্রহারে বৃদ্ধি)। সুতরাং যাদের পুকুরে সারা বছর জল থাকে তারা আমাদের কাছ থেকে এই মাছ ৯০ - ১০০ টাকা প্রতি কেজি দরে কেনে। মাছ ধরার পরে পুকুরের কাছেই আমরা সেই মাছ ২০ - ৩০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করি। যে মাছগুলি ডিম দেবার কাজে লাগে সেই বড় মাছ গুলিকে পুকুরের মালিকদের কাছে আমরা ৬০ - ৭০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করি।

সহজ কিস্তির গ্রামীন ঋণের উদ্দীপক প্রভাব

২০০০-র মে মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল যাতে গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কগুলিকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল স্বসাহায্যকারী দলের হিতদায়ক স্থানীয় বিত্ত প্রকল্প চালু করার জন্য। এই আদেশ গ্রামীন ব্যাঙ্কের থেকে লঘু ঋণ পাওয়ার সাথে জড়িত। এই গুলি হলো দ্রুত মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ঋণ (তিনদিনের মধ্যে), দলের জন্য এই ঋণ পাওয়া যায়, কোন আনুসঙ্গিকের দরকার নেই, সহজ কিস্তিতে ঋণশোধ করার সুবিধা আছে যাতে দল যে কোন একটি বা সবগুলি ঋণ শোধের টাকা একসাথে অথবা তিন বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে ফেরৎ দিতে পারে। এখানে বাৎসরিক সুদের হার ১২ শতাংশ যেখানে সুদকারীর কাছ থেকে নেওয়া ঋণে মাসিক সুদের হার থাকে ৫ - ১০ শতাংশ। ব্যাঙ্ক দ্বারা ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ টাকারও ঋণ পাওয়া যায়। এখন দলের দুই তিনজন নির্বাচিত সদস্যকে ব্যাঙ্কে গিয়ে দলের অস্বিস্তের পরিচয়পত্র

এবং তাদের জমানো রাশির বিশদ বিবরণ, তাদের পরিকল্পনা (যার মধ্যে ঋণের পরিমানও উল্লেখ থাকবে) এবং কি কারণে ঋণ দরকার তা জানিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে। ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে সঠিক ভাবে পূর্ন করা ঋণচুক্তি পত্র এবং একটি দস্তাবেজ যাকে 'ডিমান্ড প্রমিসারি' নোট বলে। যে দল তাদের প্রথম ঋণের ১০০ প্রতিশত শোধ করে দিয়েছে তারা দ্বিতীয়বার ঋণ পাবার যোগ্য।

স্বসাহায্যকারী দল যার মাছ চাষ করে তারা যথেষ্ট সফল এবং সবদলের মধ্যে তাদের সঞ্চয়ের পরিমান সবচেয়ে বেশি।

জাবরা গ্রামের একটি সারাবছর জল থাকা পুকুর।

রিজার্ভব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে ঋণ দলটির সঞ্চয়ের চারগুনের বেশি হবে না। অজিত ব্যানার্জী, লুধুরকার শাখা ম্যানেজার, বলেন স্বসাহায্যকারী দলগুলি মৎসচাষ করে সফল ও তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ ও অন্য দলগুলির চেয়ে বেশি এবং তাই তাদের প্রাপ্ত ঋণ ও বেশি। যেমন, সিধু-কানু মৎস্যচাষে দলের (আদিবাসী নেতার নামানুসারে) ৪০,০০০ টাকার বেশী সম্পত্তি আছে। সাওতাল গ্রাম দেওলিতে, মৎস্যচাষ দল আইনুল শালমেট, ২ লক্ষ টাকা যাদের সঞ্চয়, তারা ৩০,০০০ টাকা ঋণ চেয়ে আবেদন করেছে। নবোদয় দলের নিজস্ব সঞ্চয় হল ০.৮ হেক্টর ট্যাঙ্ক, যা সদ্যক্রীত ও ১৬০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে পুকুর রেজিস্ট্রেসনের দাম এবং ২৪০০ মাছের চারাপোনা মজুতের জন্য।

ঋণ এখন দলের লোকেরা সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করছে

অজিত ব্যানার্জীর কথায় "এটি একটি বড় পরিবর্তন", "এই ঋণ এখন দলের লোকেরা সম্পদ রূপে ব্যবহার করছে এবং ঋণশোধ করছে, সেটা তাদের ভারগ্রস্ত করেছ না।" প্রায় ৮০ শতাংশ দল মাসিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করে (যেমন পান বিক্রেতা, বাঁশের কারিগর অথবা ছোটমাপের পশু ব্যবসায়ী) এবং অগষ্ট ২০০২ থেকে গ্রামীন বিকাশ পদাধিকারীর সাথে ব্যাঙ্ক প্রবন্ধকও মাসের শেষে গ্রামে পরিদর্শনে আসেন। একটি উদাহরণ মহামায়া দল যেখানে দলের সকল সদস্যই মহিলা তারা বিভিন্ন রকম আয়ের উপায়ের কাজকর্মের সাথে জড়িত যেমন মশলা গুড়ো করে স্থানীয় বাজারে প্যাকেট করে বিক্রি করা। এই দল ৬০০০টাকা ঋণ নিয়ে গুড়ো করার মেশিন কিনেছে যাতে তারা সময় এবং শ্রম দুইটোই বাঁচাতে পারবে এবং তার সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে। এই দলের প্রত্যেক সদস্যা এখন ৫০০ - ৬০০ টাকা মাসে রোজগার করছে।

কেউ একজন সাশ্রয় করতে পারে যদি তার সঠিক ও উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি থাকে এবং যেখানে প্রতিটা পয়সাই মূল্যমান।

স্বসাহায্যকারী দলগুলির কয়েকটা কেবলমাত্র মহিলা সদস্যা নিয়ে গঠিত। থান্ডা মাহাতো, একজন জানকার ও গ্রামের এক প্রগতিশীল মহিলা, বলেন যে তার দল বিভিন্ন স্থান থেকে ডিমপোনা কেনে ও তা গ্রামের বিভিন্ন পুকুরে সরবরাহ করেন যার ১০০ শতাংশ গ্রামবাসীরা ভাগ করে নেন। তিনি এছাড়াও মাছ বিক্রি করেন যা তার স্বামী ধরেন পুকুর থেকে ও ভালো রোজগার করেন। তিনি বলেন 'আমি বিশ্বাস করি যে একজন সাশ্রয় করতে পারে কেবলমাত্র যদি তার একটি উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি থাকে যাতে

এবং প্রতিটি পয়সাও মূল্যবান।’ তিনি বলেন যে তার নামে ব্যাঙ্কে জমা ৪০,০০০ টাকা সঞ্চয় আছে। তার দলে পাঁচটি পরিবার আছে যাদের ঠিকমত খাবার জোটে না এবং এটাই আশ্চর্য্যের যে তারা সাহায্য পায়।

মাছ চাষের ঋণ সাধারণত মাছ ধরার পরই শোধ করা হয়। অজিত ব্যানার্জীর কথা অনুসারে জাবরার ৪০টি স্বসাহায্যকারী দলের সঞ্চয়ে মোট কোটি টাকা আছে এবং ব্যাঙ্কে ঋণের পরিমান লক্ষ টাকা। অনেক দলের গৃহীত ঋণের পরিমান সভাগৃহে পোস্টারে প্রদর্শিত হয়েছে, সকলের উপর একটি চাপ থাকে ঋণ শোধ করার যাতে একজন অন্যজনের জন্য নিয়মভঙ্গ করতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য শোনায় ও গ্রাহ্য করায় আমরা খুশি

জাবরাতে কুদ্দুস অন্য জানকারদের সাথে কথা বলছেন।

পরিবর্তণের কথা বলতে গেলে, এক স্ত্রীলোকের বক্তব্যে “ বর্ষার মাসগুলি আগে আমাদের কাছে অভিশাপ স্বরূপ ছিল, যখন আমাদের কাছে কোন পয়সা থাকতো না এবং খাবারও কিছু জুটত না। মহাজনদের কাছে আমাদের নিজেদের বাসনপত্র, সাইকেল অথবা মূল্যবান জিনিষ ধারে রেখে বেশী সুদে ঋণ নিতাম। এখন অতীতের মতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।” ললিতা মাহাতো নামক এক বয়স্কা মহিলা বললেন “এমন ও সময় ছিল যখন আমরা গ্রামের পুরুষবর্গের সাথে কথা বলার সাহসও পেতাম না এবং বাইরের অপরিচিতি লোকেদের সাথে কথা বলার চিন্তা করতে পারতাম না। আজকে আমরা ব্যাঙ্কে যেতে পারি, এবং ঋণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আমরা অধিকারীদের কাছে গিয়ে নিজেদের অভিযোগ জানাই এবং সাহসিকতার সাথে সমস্যার সম্মুখীন হই। আমরা খুশী যে আমাদের কথা শোনা হচ্ছে এবং আমরা সম্মান পাচ্ছি।”

আমরা যেসকল লোকেদের সাথে দেখা করলাম সবাই তাদের কথা শোনে এবং সম্মান দেয় যারাই জাবরা পরিদর্শনে যায়। কুদ্দুস আনসারী তার সহজানকারদের সাথে কর্থাবার্তায় ব্যাস্ত ছিল, যাদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে পূর্বের সমাবেত যেমন কিষান মেলায় পরিচয় হয়েছিল। রাসবিহারী বারিক, সিল্লির একজন পরিচিত মাছের চারা প্রস্তুতকারক, এই কাজকর্ম দেখে অভিভূত কিন্তু তার সাথে সাথে এই নিয়েও চিন্তিত যে মহিলা দল ৩০ - ৫০ শতাংশ পর্যন্ত - ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে মাছের ডিমপোনা পরিবহনের সময়। সে প্রস্তাব দিল যে সে এই দলকে মাছের ডিমপোনা পরিবহনের উপর কিছু বিষয়ের উপর পরামর্শ দিতে পারে, যেমন তিনি ছোট থেকে শুরু করে এখন ১২ - ১৪টন মাছের ডিমপোনা বছরে পরিবহন করছেন। সে ওই দলকে উৎসাহিত করলো স্থানীয় অঞ্চলে মাছের ডিমপোনা উৎপাদন করার জন্য।

জাবরার গ্রামের মহিলা দলের কাজকর্ম দেখে ঝাড়খন্ডের বুন্ডু ব্লকের ভীম নায়েক ভীষনভাবে অভিভূত, এবার এই উদাহরণ দ্বারা সে নিজের গ্রামের মহিলাদের অনুপ্রাণিত করতে চায়। সে তাদের নিজের গ্রাম পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত করলো। সে বলল যে, “আমি খুশী যে এই গ্রামে একজন লোকও মদ্যপান করেন না, যা আমাদের গ্রামের সকল বিকাশের পথে

বাধাস্বরূপ।" সে তার চোখের দিকে দেখিয়ে বলল যে ভগবানের দয়ায় তার চোখ বেঁচে গেছে যখন তার ছোটবেলায় সে এক মদ্যপ লোক দ্বারা আক্রমিত হয়েছিল এবং আটটা সেলাই পড়েছিল।

সেই সব চিন্তাভাবনাকে রূপায়িত করা যা কিছুদিন আগেও স্বপ্ন ছিল

জাবরার উন্নতির পিছনে আছে 'ই আই আর এফ পি' দ্বারা এবং এখন জি.ভি.টি. গোষ্ঠী সংগঠন দ্বারা স্বনির্বাচিত স্বসাহায্যকারী দলকে ধৈর্য্যসহ সাহায্য। এই প্রক্রিয়ার অর্ন্তগত এখন গোষ্ঠী শক্তিশালী, গোষ্ঠী সংগঠকের ভূমিকা ২০০১ সালে তুলে নেওয়া হয়েছে। এই সাহায্যের সাথে আছে 'ডি এফ আই ডি' 'এন আর এস পি'র সাহায্যরত কৃষকদের দ্বারা সহজ প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং আরো উন্নত লঘু ঋণের সুযোগ যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা আদেশপাপ্ত এবং মল্লভূমিক গ্রামীন ব্যাঙ্ক দ্বারা রূপায়িত— যা বিভিন্ন প্রকার সুযোগের সন্ধান দিয়েছে। জাবরা যাবার পথ ভরা বৃষ্টির দিনে এখনও আটকা থাকে কিন্তু কতকিছু পরিবর্তন হয়েছে। স্ত্রী এবং পুরুষদের জন্য সম্মান এবং তাদের — কথা শোনার সুযোগ বেড়েছে, আয় বৃদ্ধির, সঞ্চয়ের, সুরক্ষায় সুযোগ এসেছে, সাময়িক স্থানান্তরের বদলে অন্য কাজ, লোকেরা ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত আছে এবং নতুন চিন্তাভাবনা রূপায়ণের সুযোগ বেড়েছে। কিছু বছর আগে এইগুলি শুধু স্বপ্ন ছিল।

জাবরার স্কুল, ২০০৩

সামাজিক সম্পদ গঠনের বিষয়ে, ইষ্ট্রান ইন্ডিয়া রেনফেড ফার্মিং প্রকল্প অথবা গ্রামীন বিকাশ ট্রাস্ট্রের বিষয়ে আরো বিশদে জানতে হলে যোগাযোগ করুন অমর প্রসাদ, সি ই ও, অথবা জে এস গঙ্গয়ার, অতিরিক্ত সি ই ও, জি ভি টি নয়দা অথবা ভিরেন্দ্র সিং, প্রকল্প প্রবন্ধক, জি ভি টি পূর্ব, রাঁচী, ঝাড়খন্ড।

জাবরাতে অংশগ্রাহী জলীয়কৃষির গবেষণা সম্বন্ধে আরো বিশদে জানতে হলে যোগাযোগ করুন ডি এফ আই ডি, ন্যাচারাল রিসোর্স প্রোগ্রাম। দেখতে পারেন, মেলিনি ফেলসিং গ্রাহাম হেলর , গৌতম দত্ত, ব্রজেন্দ্র কুমার, স্মিতা শ্বেতা, এ নটরাজন, গুলশান অরোরা এবং ভিরেন্দ্র সিং লিখিত পূর্ব ভারতের বর্ষার জল ভরা পুকুরে মাছের উৎপাদন। এশিয়ান ফিশারিজ সায়েন্স (১৬) (এক) ঃ ১ - ১৫। ইহা ডাউনলোড করা যাবে www.streaminitiative.org

ডোবা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরো বিশদে জনতে হলে যোগাযোগ করুন ghaylor@loxinfo.co.th ঠিকানায়। তার সাথে দেখতে পারেন "ছোট মাছেদের পুকুর'৩ নামক ভিডিও।

লেখকরা মার্গারেট কুইন, অরুন পাডিয়া এবং ভিরেন্দ্র সিং এর কাছে কৃতজ্ঞ এই গল্পের উপর তাদের টিপ্পনীর জন্য।